পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেসপ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১

পত্রাঙ্ক : ৩৯৬১ (৩৬)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই- ১/২০০৮ তারিখ : ১৭/০৬/২০১০

প্রেরক : ত্রিলোচন সিং, প্রধান সচিব

প্রাপক : ১। সভাধিপতি, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর / পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া /পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী জেলা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

২। জেলা শাসক, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / দার্জিলিং / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ / নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর /পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া / পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী

বিষয় ঃ সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন
প্রসঙ্গ ঃ এই বিভাগের পত্রাঙ্ক ৩৮০৬(৩৬)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই- ১/২০০৮ তারিখ ১৬/০৬/২০০৯

মহাশয়া / মহাশয়,

আপনার জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে - এই মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে । কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও জেলায় এই কর্মসূচি রূপায়ণের অগ্রগতি আশানুরূপ নয় । আবার কোথাও কোথাও এই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে । এই কারণে, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং এই কর্মসূচি রূপায়ণের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন, তাদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন করা হল । এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নীচে উল্লেখ করা হল ।

১। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন ও জীবিকা নির্বাহে অক্ষম পরিবারগুলির মধ্যে সমীক্ষা ও সরেজমিনে যাচাই-এর মাধ্যমে এবং গ্রাম সংসদের অভিমত অনুসারে যে সব পরিবার সবচেয়ে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন এবং কর্মক্ষমতাহীন হিসাবে বিবেচিত হবে, কেবল তাদেরকেই সহায় পরিবার হিসাবে নির্বাচিত করতে হবে । ইতিমধ্যে না করা হয়ে থাকলে, গ্রাম সংসদের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করে নির্বাচিত সহায় পরিবারের তালিকা অনুমোদন করাতে হবে । তারপর নির্বাচিত সহায় পরিবারের তালিকা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদে ও গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকাশ্য স্থানে (দেওয়ালে) লিখে রাখতে হবে ।

২। লক্ষ করা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও সহায় পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে রান্না-করা খাবার দেবার পরিবর্তে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে বা নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা জরুরি যে, খাদ্যের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সহায় পরিবারগুলিকে শুকনো খাবার বা নগদ টাকা না দিয়ে স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে রান্না-করা খাবার দেবার জন্যই উদ্যোগ নিতে হবে । একমাত্র অত্যন্ত দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন জায়গায় বসবাসকারী সহায় পরিবারের ক্ষেত্রে, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে, রান্না করা খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার দেওয়া যেতে পারে ।

৩। সহায় পরিবার হিসাবে নির্বাচিত সবচেয়ে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে শুধুমাত্র রান্না করা খাবার নয়, তার সঙ্গে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সহায়তা (যেমন বাসস্থান, পোশাক এবং তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন রোজগারের উপায়) দেবারও ব্যবস্থা করতে হবে । তার জন্য ন্যূনতম ও বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রত্যেক পরিবারের সহায়তার জন্য একটি করে পরিবার-ভিত্তিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন । পরিবার-ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করে গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা এবং গ্রাম সংসদ ভিত্তিক দারিদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল । কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনার কাজটি যথেষ্ট কঠিন ও সময়সাপেক্ষ । এছাড়া, প্রকৃত অর্থে দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা ধারণাটির ব্যাপ্তি অনেক বেশি । কিন্তু যেহেতু সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকায় দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা তৈরি করার পরই সহায় পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অতএব সহায় পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে । এই

পরিস্থিতিতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার পরিবর্তে **সহায় উপ-পরিকল্পনা** রচনা করতে হবে । এর ফলে সময় অনেক কম লাগবে এবং পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ প্রক্রিয়াও সহজ হবে । সহায় উপ-পরিকল্পনা রচনার সরলীকৃত নিয়মাবলী অতি সত্বর জানানো হবে ।

৪। লক্ষ করা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও সহায় পরিবারগুলিকে রান্না-করা খাবার দেবার জন্য স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করা হচ্ছে না । আবার কোথাও কোথাও যে সব স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনও কোনও দল হয় এই কাজে আগ্রহী নয় অথবা এই কাজের উপযুক্ত নয় । এক্ষেত্রে, প্রয়োজন বোধে অনাগ্রহী বা অনুপযুক্ত স্বনির্ভর দলকে বাদ দিয়ে তাদের পরিবর্তে কেবলমাত্র আগ্রহী ও উপযুক্ত স্বনির্ভর দলকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে । প্রয়োজন অনুসারে পুরনো স্বনির্ভর দলগুলির জন্য পুন:প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে । নতুনভাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলগুলির জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৫। মাঠের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, স্বনির্ভর দলের আগ্রহ সত্ত্বেও অনেক সময় দূরত্বের কারণে সহায় পরিবারগুলির কাছে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । সেই সমস্ত ক্ষেত্রে, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত এমন কোনও প্রতিবেশীকে নিযুক্ত করতে পারে - যিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই কাজ করতে ইচ্ছুক । এক্ষেত্রে, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়োজিত একটি সংস্থা হিসাবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদনক্রমে, কোনও স্বনির্ভর দল দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনও আগ্রহী প্রতিবেশীকে চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত করতে পারে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি হবে স্বনির্ভর দলের, আর স্বনির্ভর দলের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি হবে প্রতিবেশীর; সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে প্রতিবেশীর চুক্তি হবে না ।

৬। লক্ষ করা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও সহায় পরিবারগুলিকে রান্না-করা খাবার দেবার জন্য স্বনির্ভর দলগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় রান্নার বাসনপত্র যোগাড় করতে অসুবিধা হচ্ছে । এই অসুবিধা বিবেচনা করে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সহায় পরিবারগুলিকে রান্না-করা খাবার দেবার জন্য স্বনির্ভর দলগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে যেন প্রয়োজনীয় বাসনপত্র কিনে দেওয়া হয় । এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ, রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ বরাদ্দ, জনসাধারণের অবদান ইত্যাদি কাজে লাগানো যেতে পারে ।

৭। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসারে, দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সহায়তার উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তার ৭০ শতাংশ সরকার থেকে অনুদান বাবদ পাওয়ার কথা এবং বাকি ৩০ শতাংশ অর্থ অন্যান্য উৎস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করতে হবে - এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । সেই হিসাবে সহায় পরিবারের সদস্য পিছু দিনপ্রতি ৭.০০ (সাত) টাকা রাজ্য সরকার থেকে পাওয়া গেলে কমপক্ষে আরও ৩.০০ (তিন) টাকা অন্যান্য উৎস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করার কথা । কিন্ত বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সহায় পরিবারের সদস্য পিছু দিনপ্রতি ৩.০০ (তিন) টাকা অন্যান্য উৎস থেকে যোগাড় করতে পারছে না । এই বিষয়টি বিবেচনা করে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সহায়তার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার থেকে অনুদান বাবদ পাওয়া অর্থের পরিমাণ সহায় পরিবারের সদস্য পিছু দিনপ্রতি ৭.০০ (সাত) টাকার পরিবর্তে ১০ (দশ) টাকা করা হয়েছে । এই বিষয়ে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সদস্যদেরকে শুধুমাত্র রান্না করা খাবার দেওয়ার জন্যই এই ১০ টাকা ব্যয় করা যাবে । নিয়মিত তদারকি এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, সহায় পরিবারের সদস্য পিছু ১০.০০(দশ) টাকা হিসাবে প্রাপ্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) টাকা পর্যন্ত সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দল খরচ করতে পারবে । রান্না করা খাবার ছাড়া অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎস থেকে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে সেগুলি হল - গ্রামবাসীদের অবদান, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশন বাবদ তহবিল, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির নিঃশর্ত তহবিল এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অনুদান । স্বনির্ভর দলগুলির অনুকূলে পরিবার-পিছু মাসে ৫ টাকার যে সহায়তার ব্যবস্থা চালু আছে, তাও চালু থাকবে ।

৮। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদগুলি যাতে রাজ্য অর্থ কমিশন বাবদ তহবিল এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (যে জেলাগুলিতে পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের কাজ চলেছে) থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আনুষঙ্গিক সহায়তার জন্য (যেমন বাসস্থান, পোশাক, ঘর সারিয়ে দেোয়া ইত্যাদি) জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখাকে বরাদ্দ করে, সেই উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে

পরামর্শ দেওয়ার জন্য আরও একবার অনুরোধ জানাই । এইভাবে প্রাপ্ত অর্থ জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করবে ।

৯। প্রথমে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিটি সমগ্র রাজ্যে শুরু করতে বলা হয়েছিল । কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিকে বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে । সেই কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত অত্যন্ত আগ্রহী এবং এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সক্রিয়, সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেই চাহিদার ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ।

১০। আরও একটি বিষয় লক্ষ করা গেছে যে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির সহায়তা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য । তার কারণ হল, এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির সঞ্চালকদের মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা রচনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকে । এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির সহায়তা পাওয়া যায়, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির সঞ্চালকগণ নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করবেন : (ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া; (খ) সহায় উপ-পরিকল্পনা তৈরির কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সহায়তা দেওয়া; (গ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণ ও তদারকির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সহায়তা দেওয়া; (ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; (ঙ) পঞ্চায়েত সমিতি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত রাখা এবং স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা নেওয়া । এই সব জেলার ক্ষেত্রে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার প্রকল্প অধিকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে এই সমস্ত দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করবে । যে সমস্ত জেলাতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু নেই, সেখানে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা পঞ্চায়েত সমিতি এবং স্বনির্ভর দলের সংঘ বা মহাসংঘের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে ।

১১। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে, কোনও কোনও সক্রিয় গ্রাম পঞ্চায়েত সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি চালু করলেও তার জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ করা অর্থ কখনও কখনও ব্লকের মাধ্যমে পেতে দেরি হচ্ছে । ফলে কোনও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচিটি অর্থের অভাবে মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে । এই কারণে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা থেকে বরাদ্দ করা অর্থ অনুদান হিসাবে জেলায় অবস্থিত বৈদ্যুতিন অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে । জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে অবহিত রাখবে । শুধুমাত্র সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকেই অনুদান হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে যারা সহায় উপ-পরিকল্পনা রচনা করবে এবং সেই পরিকল্পনার নথি সরাসরি জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখাতে পাঠাবে । এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির কাজ শুরু হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় উপ-পরিকল্পনা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এখন যে ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচিটি চালু আছে সেই ব্যবস্থাই বহাল থাকবে । যে সমস্ত গ্রাম জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির সহায়তা পাওয়া যায়, সেই সব জেলায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সহায় উপ-পরিকল্পনা তৈরি করে নেবে এবং গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার মাধ্যমে সরাসরি জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখাতে পাঠাবে । যে সমস্ত জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু নেই, সেখানে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সহায় উপ-পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা পঞ্চায়েত সমিতি এবং স্বনির্ভর দলের সংঘ বা মহাসংঘের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে ।

১২। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার প্রকল্প অধিকর্তা প্রতি মাসে সহায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভা আহ্বান করবেন । সেই সভাতে উপস্থিত থাকবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি, ব্লকে অবস্থিত তরুণ পেশাদার, প্রশিক্ষকদের প্রতিনিধি, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ ।

১৩। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির যথাযথ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর দল, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে পরিষেবা প্রদানের মনোভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এই পুরস্কার নগদ টাকা ব্যতিরেকে অন্য কিছু হতে পারে । যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এই কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের ক্ষেত্রে অসাধারণ এবং অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাদের উৎসাহিত করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার পক্ষ থেকে এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

১৪। কোনও কোনও জেলায় সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোথাও কোথাও এই বিষয়টিকে একেবারেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না । পঞ্চায়েতের সকল স্তরে যাতে এই বিষয়টিকে যথোচিত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেই লক্ষ্যে আপনার হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ জানাই ।

১৫। পঞ্চায়েতের সকল স্তরে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের বিষয়ে নিয়মিত তদারকির উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্যও অনুরোধ জানাই ।

আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । এই বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা বা তথ্যের প্রয়োজন হলে এই বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রী দিলীপ কুমার পালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা সহ,

আপনার বিশ্বস্ত,

(ত্রিলোচন সিং)

পত্রাঙ্ক : ৩৯৬১ (৩৬)/ ১(৬২)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই- ১/২০০৮ তারিখ : ১৭/০৬/২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল :

১. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, কুচ বিহার/জলপাইগুড়ি/উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর/মালদা/মুর্শিদাবাদ/নদীয়া/উত্তর ২৪-পরগণা/দক্ষিণ ২৪-পরগণা/হাওড়া/পূর্ব মেদিনীপুর/পশ্চিম মেদিনীপুর/বাঁকুড়া/পুরুলিয়া/বীরভূম/বর্ধমান/হুগলী জেলা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ।
২. প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা, কুচ বিহার/জলপাইগুড়ি/উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর/মালদা/মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া/উত্তর ২৪-পরগণা/দক্ষিণ ২৪-পরগণা/হাওড়া/পূর্ব মেদিনীপুর/পশ্চিম মেদিনীপুর/বাঁকুড়া/পুরুলিয়া/বীরভূম/বর্ধমান/ হুগলী জেলা পরিষদ এবং দার্জিলিং দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল । জেলার সকল মহকুমা শাসক, সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং প্রধানকে এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই ।
৩. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ
৪. একান্ত সচিব, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ
৫. প্রশাসনিক আধিকারিক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা ।
৬. জেলা সঞ্চালক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি সঞ্চালন শাখা, কুচ বিহার/জলপাইগুড়ি/উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর/ মালদা/মুর্শিদাবাদ/বীরভূম/ বাঁকুড়া/পুরুলিয়া/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/দক্ষিণ ২৪-পরগণা/নদীয়া ।
৭. শ্রীমতী/শ্রী .....

(ত্রিলোচন সিং)